দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 8 JUN 2017 ...
পৃষ্ঠা ২০ ... কলাম ... ৬ ...

পছন্দের কলেজ না পেয়ে শঙ্কায় ভর্তিচ্ছুরা

■ নিজামুল হক

ফাহিম এবারের এসএসসি পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পেয়েছে। একাদশ শ্রেণিতে ভর্তির জন্য অনলাইনে আবেদনও করে। পছন্দের ৫টি কলেজের মধ্যে যে কোনো একটি কলেজে নিশ্চিত ভর্তির সুযোগ মিলবে এমন আশা ছিল তার। কিন্তু প্রথম পর্যায়ের ফল প্রকাশের পর দেখা গেল একটি কলেজেও ভর্তির সুযোগ মেলেনি।

ফাহিমের মতো জিপিএ-৫ পেয়েও কোনো কলেজেই ভর্তির সুযোগ মেলেনি এমন শিক্ষার্থীর সংখ্যা পাঁচ হাজার ৯৪৬ জন। এর মধ্যে ঢাকা বোর্ডেই রয়েছে সর্বোচ্চ তিন হাজার ৮৯১ জন। আর অন্যান্য বিভিন্ন গ্রেডে উত্তীর্ণ প্রায় ৬২ হাজার শিক্ষার্থী একটি কলেজেও ভর্তির জন্য নির্বাচিত হয়নি। এ সব শিক্ষার্থীরা রয়েছে নানা রকম শঙ্কায়। এদের ভর্তির জন্য আবার আবেদন করতে হবে। ভর্তির জন্য নির্বাচিত হলেও পছন্দের কোনো কলেজেই ভর্তির সুযোগ নাও পেতে পারে।

কলেজ পছন্দের ক্ষেত্রে সচেতন ও সতর্ক না হওয়ায় এমনটি হয়েছে বলে মনে করছেন ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা। আন্তঃ শিক্ষাবোর্ড থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীরা ঢাকা কলেজ, সিটি কলেজ, রাজউক উত্তরা কলেজ, সরকারি বাঙলা কলেজ—এই ধরনের কলেজে বেশি আবেদন করে। কিন্তু সবাই ভর্তির সুযোগ পায় না। কারণ যার নম্বর বেশি সে নির্বাচিত হচ্ছে। শিক্ষার্থীদের উচিত ছিল সব পছন্দের কলেজ না দিয়ে কম পছন্দের কলেজও তালিকায় রাখা।

এইচএসসিতে ভর্তি

বোর্ড কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, এবার এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে ১৩ লাখ ১০ হাজার শিক্ষার্থী আবেদন করে। প্রথম পর্যায়ের ফলে নির্বাচিত হয় ১২ লাখ ৪৯ হাজার ৮৪৮ জন। সর্বনিম্ন ৫টি এবং সর্বোচ্চ ১০টি কলেজে আবেদন করার সুযোগ ছিল। কিন্তু শিক্ষার্থীরা গড়ে প্রায় ৬টি কলেজে আবেদন করেছে। ১০টি কলেজ পছন্দের তালিকায় রাখা হলে শিক্ষার্থীদের বাদ পড়ার সুযোগ কম থাকতো বলে মনে করেন সংশ্লিষ্টরা।

জানা গেছে, ঢাকার রাজউক উত্তরা মডেল কলেজে আসন আছে এক হাজার ৬৩৮টি। অথচ এই কলেজে আবেদন করেছে ৪২ হাজার

পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

পছন্দের কলেজ না পেয়ে

২০ পৃষ্ঠার পর

৬৪৫ শিক্ষার্থী। সিটি কলেজে তিন হাজার ৪৫০টি আসনের বিপরীতে আবেদন করেছে ৩৯ হাজার ৩১৬ জন। আর বাঙলা কলেজে এক হাজার ৭০০ আসনের বিপরীতে ৩৯ হাজার ৫২ জন আবেদন করেছে। সব মেধাবীরাই গুটি কয়েক কলেজে ভর্তির জন্য আবেদন করেছে।

তবে ভর্তি নিয়ে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের বক্তব্য, কলেজে ভর্তি নিয়ে কোনো সংকট নেই। সবাই কলেজে ভর্তির সুযোগ পাবে। অনলাইন প্রক্রিয়ায় সুষ্ঠু ভর্তি কার্যক্রম চলছে বলে তিনি জানান।

প্রসঙ্গত, প্রথম পর্যায়ে নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের তালিকা গত ৫ জুন প্রকাশ করা হয়। প্রথম পর্যায়ে মাইগ্রেশনের আবেদন ও নতুন আবেদন করা যাবে ৯ থেকে ১০ জুন পর্যন্ত। দ্বিতীয় পর্যায়ের ফল প্রকাশ করা হবে ১৩ জুন। এই পর্যায়ের জন্য মাইগ্রেশনের আবেদন ও নতুন আবেদন করা যাবে ১৬ থেকে ১৭ জুন পর্যন্ত। আর তৃতীয় পর্যায়ে ফল প্রকাশ করা হবে ১৮ জুন। কলেজে ভর্তি হওয়া যাবে ২০ থেকে ২২ জুন আর ২৮ থেকে ২৯ জুন পর্যন্ত।

একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি নেওয়া হয় সারাদেশে এমন কলেজ রয়েছে ৯ হাজার ১৫৮টি। এ সব কলেজে আসন রয়েছে ২৮ লাখ ৬২ হাজার ৯টি। আর এবার এসএসসি ও সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে মোট ১৪ লাখ ৩১ হাজার ৭২২ জন। এ কারণে ভালো কলেজের সংকট হলেও আসন সংকট নেই। বরং শূন্য থাকবে কয়েক লাখ আসন।